117

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 29 MAY 199[illegible]
পৃষ্ঠা ... ৩ কলাম ১ ...

অক্টোবর-নবেম্বরে ডাকসু নির্বাচন

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

আগামী অক্টোবর-নবেম্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (ডাকসু) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ছাত্র সংগঠনগুলোর সাথে আলোচনা সাপেক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সুবিধাজনক সময়ে নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করবেন। নির্বাচনী তফসিলও অচিরেই ঘোষণা করা হবে। এখন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ক্যালেন্ডারে ডাকসু নির্বাচনের তারিখ উল্লেখ থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উর্ধতন সূত্রে একথা জানা গেছে।

এদিকে গত বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সভায় গঠনতন্ত্র সংশোধন হওয়ায় ডাকসু স্বাভাবিকভাবে ভেঙ্গে যায়। প্রায় আট বছর ধরে ঝুলে থাকা অচল ডাকসু বাতিলের পর বৃহস্পতিবার ক্যাম্পাসে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে। ছাত্রদল ছাড়া বাকি প্রায় সব সংগঠন উল্লাস

(১১ পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

অক্টোবর-নবেম্বরে

(প্রথম পাতার পর)

প্রকাশ করেছে।

ডাকসু ভেঙ্গে যাওয়া সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য একে আজাদ চৌধুরী জনকণ্ঠকে বলেন, আসলে ডাকসু ভেঙ্গে দেইনি। গঠনতন্ত্রের পরস্পরবিরোধী দু'টি ধারা সংশোধন ও কিছু সংযোজনের ফলে ডাকসু স্বাভাবিকভাবে ভেঙ্গে গেছে। উপাচার্য বলেন, পরবর্তীতে ডাকসুর মেয়াদ হবে এক বছর। এ মেয়াদ শেষে তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন সম্ভব না হলে ডাকসু স্বাভাবিকভাবে ভেঙ্গে যাবে। তিনি জানান, কেবল নিয়মিত ছাত্ররাই নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে। কোন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর অনার্স ও মাস্টার্স মিলিয়ে সাত বছর ছাত্র থাকতে পারবে। ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা এবং হায়ার সার্টিফিকেট কোর্সের ছাত্ররা নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না। তবে এমবিএ এবং ডেমোগ্রাফির ছাত্ররা নির্বাচন করতে পারবে। কবে নির্বাচন হবে—এ প্রশ্নের জবাবে উপাচার্য বলেন, শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকলে ছাত্রসংগঠনগুলোর সাথে আলোচনা সাপেক্ষে অক্টোবর-নবেম্বরে নির্বাচন করা সম্ভব হবে বলে আশা রাখি। উপাচার্য দৃঢ়তার সাথে বলেন, নির্বাচন উপলক্ষে কাউকে ছাত্রত্ব ফিরিয়ে দেয়া হবে না। ডাকসুর সাবেক ভিপি আমান উল্লাহ আমান বলেন, 'নির্বাচনের পরে ডাকসু ভেঙ্গে দেয়াই হতো গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। নির্বাচনের আগে সংবিধান সংশোধন করে কৌশলে ডাকসু ভেঙ্গে দেয়া অতীতের স্বৈরাচার এরশাদ স্টাইলের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

ডাকসু ভেঙ্গে দেয়ায় ছাত্রলীগ (শা-পা), ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্রমৈত্রী, ছাত্রলীগ (চু-ক) সবাই খুব উৎফুল্ল। ছাত্রদলের মধ্যে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়নি। ছাত্রদলের কয়েকজন নেতার সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে কেউ নির্বাচনের পক্ষে, কেউ বিপক্ষে। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন যাদের ছাত্রত্ব নেই তারা এই ঘোষণায় খুশি হতে পারেনি। ডাকসু ভেঙ্গে দেয়ার পর প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (শা-পা) সভাপতি এনামুল হক শামীম বলেন, 'অনেক আগেই ডাকসু ভাঙ্গা উচিত ছিল। দেরিতে হলেও কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাই।' ছাত্রদল সাধারণ সম্পাদক হাবিব-উন-নবী সোহেল এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানান। ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না ডাকসু সংবিধান সংশোধনকে যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত বলে মন্তব্য করেন। ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি এবিএম মোশাররফ হোসেন বলেন, আমরা ডাকসু নির্বাচনের বিরোধিতা করছি না তবে নির্বাচন করতে হলে উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। ক্যাম্পাস থেকে অছাত্র, বহিরাগতদের তাড়িয়ে সব হলে সকল সংগঠনের সহঅবস্থান নিশ্চিত করতে হবে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে কলাভবনে সকল হলের ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। ডাকসুর সাবেক জিএস খায়রুল কবির খোকন বলেন, 'ডাকসু ভেঙ্গে দেয়া উপযুক্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে, তবে শান্তিপূর্ণভাবে পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে পারাই এখন মুখ্য কাজ।'